যুগান্তর

তারিখ 31 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

নিবন্ধন নেই স্কুল ভ্যানের

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চড়ে কোমলমতি শিশুরা

শিপন হাবীব

জ্বালাইয়া প্রেমের বাতি/প্রেয়ের মরা জলে ডুবে না/খাইরুন লো তোর লম্বা মাথার কেশ...। স্কুল ভ্যানচালকের মোবাইল ফোনে অনবরত বাজে এসব গান। সুরও মেলায় ভ্যানচালকরা। বাধ্য হয়েই শুনতে হয় ভ্যানে বসা শিশু শিক্ষার্থীদের। এসব শিক্ষার্থীকে ঠেলে ভ্যানে উঠানো, নামানো, এমনকি ভ্যান ঠেলার কাজটিও করে চালকরা। বিশেষ করে মেয়েশিশুরা নিরুপায় হয়েই চালকের এক প্রকার লালসার শিকার হতে হচ্ছে। আর অভিভাবকরা বিষয়টি জানার পরও বাধ্য হয়েই ভ্যানে তুলে দিচ্ছেন সন্তানদের। রাজধানীতে শত শত স্কুল ভ্যান চলছে নিবন্ধন ছাড়াই। সিটি কর্পোরেশনের কাছেও নেই ভ্যানের সঠিক পরিসংখ্যান।

রাজধানীতে সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ ভ্যান ব্যবহার করে। হিসাব অনুযায়ী, ঢাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তিন শতাধিক। কিন্ডারগার্টেন প্রায় ১১শ'। ইংলিশ মিডিয়ামসহ নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরও শতাধিক। সব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩৫ লাখ। রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক সমন্বয়ে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুই শিফটে পড়ানো হয়। কারও সকালে, কারও দুপুর কিংবা বিকালে। তিনবেলায় আসা-যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়তে হয় কোমলমতি শিশুদের। স্কুল বাস তো নেই-ই, মেলে না রিকশাও। সিএনজিচালিত অটোরিকশা পাওয়া গেলেও ভাড়া বেশ চড়া। আর কোমলমতি শিশুদের বাসে ওঠা তো কোনোক্রমেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। বড়দেরই বাসে উঠতে এক প্রকার যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। ফলে অনেক পরিবার বাধ্য হয়ে ভ্যানে তুলে দিচ্ছেন সন্তানদের।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলশান মডেল স্কুলের সামনে দেখা যায় অর্ধশত ভ্যানের জটলা। তখন বৃষ্টিও পড়ছিল। ভ্যানগুলোতে হুড়হুড় করে উঠতে লাগল শিশুরা। এক একটিতে ৮ থেকে ১০ জন করে বসে। শিশুদের কোমরে, বগলের নিচে ধরে ভ্যানে তুলছিল ভ্যানচালকরা। কেউ পান চিবাচ্ছিল, সুর তুলছিল গানেও। অহিদ ভ্যানের চালক মোর্শেদ মিয়া জানান, শিশুরা অনেক দুষ্টামি করে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের নামিয়ে দিয়ে আবার ছুটতে হয়। এজন্য অনেক শিশুকে নিজেরাই ভ্যানে তোলেন। ৩-৪ জন শিশু মৌ পরিবহনের চালককে বলছিল, আপনি সরে দাঁড়ান, আমরা নিজেরাই উঠব। পান বন্ধ করুন, জামা পরুন। ওই সময় চালক জানায়, বৃষ্টির কারণে সে খালি গায়ে ছিল।

বুধবার বনানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে গিয়ে দেখা যায়, শতাধিক ভ্যান রয়েছে ওখানে। রাস্তায় দীর্ঘ যানজট। খানিকটা পর স্কুলের প্রথম শিফটের ছুটি হবে। এর মধ্যে এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। ধাক্কাধাক্কি করে ভ্যানে উঠছিল শিক্ষার্থীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী জানায়, ভ্যানে চড়তে ভালো লাগে না। কেন? ড্রাইভার বাজে কথা বলে, কখনও কখনও চকলেট দিতে চায় আবার কখনও বাংলা গান শুনিয়ে শেখাতে চায়। অনেক সময় পানও খেতে বলে। বাড়িতে গিয়ে মাকে এসব কথা বললেও মা বিশ্বাস করেননি। আদর্শ পরিবহন নামের ভ্যানে এক মহিলা বসেছিলেন। জানান, আগে রিকশা দিয়ে আসা-যাওয়া করতেন। এখন ভ্যান ব্যবহার করেন। তিনিও ভ্যানে বসেন, বিনিময়ে ৬শ' টাকার স্থলে ১২শ' ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চড়ে শিশুরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

টাকা দিতে হয় চালককে। চালকের যে অবস্থা তা বলার মতো নয়। কি বলে, কি পায়, বোঝানো সম্ভব নয়। মেয়েকে চকোলেট দিয়েছিল ২ দিন, এমনটা জেনে এখন মেয়ের সঙ্গেই তিনি ভ্যানে করে আসা-যাওয়া করেন।

মতিঝিল এলাকায় অনেক স্কুল রয়েছে। স্কুলগুলো ঘিরে শত শত ভ্যান তৈরি হয়েছে। কোনোটায় বাংলা লেখার পাশাপাশি আরবি লেখাও রয়েছে। প্রত্যেকটাতেই মোবাইল নম্বর দেয়া। এখানকার ভ্যানগুলোতে মাধ্যমিকে পড়া শিক্ষার্থীদের চড়তে দেখা গেছে। আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষার্থী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জানায়, সে ৮ম শ্রেণীতে পড়ে। বাবা বিদেশে থাকেন, মা আর ছোট একটি ভাইকে নিয়ে ঢাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন। শুরুতে ভ্যানে করেই চলতেন, এখন চড়েন না। কেন? চালক যেন ইচ্ছে করেই শরীরের জামা খুলে রাখেন, লঙ্গিটাও ছেঁড়া। বাজে বাজে গান মোবাইলে বাজায়, শরীরে হাত দেয়। পাশে থাকা এ শিক্ষার্থীটির মা জানালেন, ভ্যানচালক তার মেয়েকে একটি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেডিয়াম এলাকায় নিয়ে যান, ওখানে একটি বস্তিতে নাকি সে থাকে। সেই থেকে মেয়েকে নিজেই স্কুলে নিয়ে আসেন।

খিলগাঁও রেলগেটের সামনে বুধবার দেখা যায়, ৪ শিক্ষার্থী ভ্যান ঠেলছে, ভেতরে বসা আরও ৪ জন। তাদের একজন প্রীতি সাহা। বলল, এটা তাদের রুটিন। ঠেলা না দিলে চালক আজেবাজে কথা বলে। অনেক চালকই নেশাসক্ত, গাঁজাও খায়। আরেক শিক্ষার্থী জানায়, এক চালক তাকে শরীরে ধরে আদর করেন। পেটে ধরে বলেন, 'এত মোটা কেন'। শাসিয়ে দেয়, আদর কিংবা পেটে ধরার বিষয়ে মা-বাবাকে যেন না বলি।

পৃথিবীর অনেক দেশে শিশুদের স্কুলবাস থাকলেও বাংলাদেশে নেই। ২০১১ সালে রাজধানীর আজিমপুর-মিরপুর অংশে ২৬টি স্কুলের জন্য ১৮টি বাস চালু হলেও মাসতিনেক পর বন্ধ হয়ে যায়। তিন চাকার স্কুলভ্যান প্রায়ই দুর্ঘটনায় পতিত হয়। একটি ভ্যানে ৩ থেকে ৪ জনের ক্যাপাসিটি থাকলেও তোলা হচ্ছে ৮-১০ জন। ঝুঁকি নিয়ে চলছে রাজধানীর ব্যস্ততম সড়কে। যাত্রীকল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী জানান, সারা দেশেই স্কুল শিক্ষার্থীদের নিরাপদ বাহন চালু করা জরুরি, একই সঙ্গে রাজধানীর স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষিত চালক দিয়ে ভ্যান বা মাইক্রোবাস চালানোর ব্যবস্থা করতে পারে।